ভূমিকা

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সময়কালে বহু প্রতিভাবান কথাশিল্পী বিচিত্রধর্মী ও রসোত্তীর্ণ সৃষ্টিসম্ভারে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। মৌলিক প্রতিভাবান ছোটোগল্পকারগণ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃষ্টি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে নবযুগের প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক, পরশুরাম, বনফুল, নরেন্দ্রনাথ ও শরদিন্দুর পাশাপাশি ছোটগল্পকার হিসেবে নির্দ্বিধায় সংযোজিত হতে পারে প্রমথনাথ বিশীর নাম। সত্য ও সুন্দরের পূজারী প্রমথনাথ বিশী ছোটগল্পের অঙ্গনে প্রবেশ করে সমকালীন সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবে গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও নূতন আঙ্গিকের পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করে সাহিত্য জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছেন। বস্তুতঃ তিনি বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের কাল্‌টে বিশ্বাসী হয়েও তাদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন। বলাবাহুল্য, এই দুই প্রতিভাধরের সাহিত্যাদর্শে শ্রদ্ধাশীল হয়েও তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে নূতনত্বের সন্ধান করেছেন এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

সমাজ, প্রকৃতি ও মানব হৃদয় সাহিত্যের এই তিনটি প্রধান উপাদান। আবার সাহিত্যকে প্রধানতঃ ২টি শাখায় বিভক্ত করা হয়। সাহিত্য সমালোচকরা একটির নাম দিয়েছেন শিল্প, অপরটি হল জীবন। যেসব সাহিত্যিক সাহিত্যে শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন মূলতঃ তাঁরা কলাকৈবল্যবাদী বা Art for Arts sake—এই মতবাদে বিশ্বাসী। আবার সাহিত্যিক যখন তার সাহিত্যে জীবন ভাবনাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেন তখন তার সাহিত্যকে জীবনের জন্য কলা বা Art for life sake বলা হয়। ব্যক্তি ও সমাজ হল জীবনের দুটি শাখা। প্রমথনাথ বিশী ছিলেন Art for life sake বা জীবনের জন্য কলা মতবাদে বিশ্বাসী। স্বাভাবিক কারণে তাঁর সাহিত্যে মানবিক মূল্যবোধের জয় ঘোষিত হয়েছে। তাঁর মধ্যে প্রখর বাস্তবজ্ঞান ও গভীর জীবনবোধের অভাব ছিল না। পরিবর্তমান জগৎ সম্পর্কে ছিল তাঁর সচেতন দৃষ্টি। তাঁর ছোটোগল্পের পাতায় পাতায় নির্ভুলভাবে প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে এই দৃষ্টিকোণ।

ছোটগল্পকার প্রমথনাথ বিশী জন্মসূত্রে একদিকে তৎকালীন উত্তরবাংলার অন্তর্ভুক্ত রাজশাহীর পারিপার্শ্বিকতা ও জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। অন্যদিকে কলকাতার নাগরিক জীবন ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে জীবনযাপন করে এ যুগের ঘটনাবলীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর আয়ুষ্কালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কয়েকটি ভাব ও বিপ্লবকারী উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তন্মধ্যে প্রথম মহাসমর (১৯১৪-১৮), শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মার্ক্সীয় সাম্যবাদী ভাবনার আত্মপ্রকাশ, নভেম্বর বিপ্লব (১৯১৭), দ্বিতীয় মহাসমর (১৯৩৯-১৯৪৫), পাশ্চাত্য কন্টিনেন্টাল সাহিত্য, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ভাবনা বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত

করেছে। পাশ্চাত্য আধুনিক যন্ত্রজীবন, বাণিজ্যিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিঘাতে বিশ্বসাহিত্যের সমৃদ্ধ রচনাবলী ও ইউরোপের অভিনব সাহিত্য সম্ভারে আকৃষ্ট সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্যে বিষয়বস্তু ও চরিত্রে আধুনিক চেতনাকে গুরুত্ব দিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে সাহিত্যে নায়কের স্থান দখল করলেন বিদ্রোহী নায়কের দল। সমকালের জাতীয়ভাব ও বিপ্লবকারী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন, বৃটিশ শাসনের কঠিন আঘাত ও রাজনৈতিক চক্রান্তের ফলস্বরূপ অসহযোগ আন্দোলন, বিপ্লববাদী সংগঠন, দ্বিজাতিতত্ত্ব, ভারতের মন্বন্তর, শ্রমিক আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯৪২-র আগস্ট বিপ্লব, নেতাজীর আই. এন. এ. গঠন, নৌবিদ্রোহ, স্বাধীনতা লাভের জন্য দেশবাসীর প্রাণ বিসর্জনের জন্য প্রতিজ্ঞাগ্রহণ, ১৯৪৬-র হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পৈশাচিক আত্মপ্রকাশ, লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের ভারতভাগের পরিকল্পনা, ১৯৪৭-র ক্ষমতালোভী নেতাদের খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা লাভ, দেশভাগের অনিবার্য পরিণতিতে অগণিত হিন্দু নরনারীর পূর্ব পাকিস্থান ছেড়ে আসা, সমাধানহীন উদ্বাস্তু সমস্যা, ভারত-চীন সংঘর্ষ, বাংলায় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক অবক্ষয় ও বামপন্থী দলের উত্থান। দীর্ঘ এই কালপ্রবাহে একে একে নৈতিক মূল্যবোধের বিপর্যয়, নরনারীর দেহ সম্পর্কিত বিকৃত রুচি, মনুষ্যত্ববোধের অবমাননা, সংশয়, হতাশা, নিঃসঙ্গতা, দারিদ্র, বেকারত্ব, কালোবাজারী ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটল সাহিত্যে। নাস্তিক্যবাদী ও নৈরাশ্যবাদী জীবনে স্থায়ী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আস্তিক্যবাদী ও প্রবল আশাবাদী সুরের সন্ধান করলেন সাহিত্যিকরা। বলাবাহুল্য, অন্যান্য সাহিত্যিকদের মত প্রমথনাথ বিশীও যুগযন্ত্রণাকে আত্মস্থ করে অমৃত ও গরল দুটোই পান করে সাজালেন তাঁর সৃষ্টিশীল নৈবেদ্য। তার সাক্ষ্য বহন করে প্রমথনাথের লেখা তিনশতর বেশী ছোটগল্পের পাতায় পাতায়।

সে সময় বাংলা সাহিত্যের উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসমকালীন সাহিত্যিকরা হিতবাদী, সাধনা, ভারতী, প্রবাসী ও সবুজপত্র পত্রিকায় তাঁদের সাহিত্য প্রকাশ করেছেন। শরৎচন্দ্র যমুনা, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, সাহিত্য ভারতী, বঙ্গবাণী, বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন বঞ্চিত, হতভাগ্য, নির্যাতিত মানুষের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি। এর অব্যবহিত কাল পরেই যে দুটি পত্রিকা গোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটেছিল তার প্রথমটি কল্লোল পত্রিকা কেন্দ্রিক, অপরটি শনিবারের চিঠি, ভারতবর্ষ, প্রবাসী ও বিচিত্রা পত্রিকা কেন্দ্রিকগোষ্ঠী। কল্লোল গোষ্ঠীর গল্পে আছে যৌবনের স্বপ্ন যন্ত্রণা, বিদ্রোহ, রোমান্টিকতা, বোহেমিয়ান উচ্ছ্বাস ও নীচু তলার মানুষের পরিচয় অন্যদিকে অপর গোষ্ঠীর সাহিত্যে প্রবৃত্তি, নিয়তি, নিসর্গ ও আধ্যাত্মিক চেতনা, কূটৈষণা, জটিলতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। ভারতী, বিচিত্রা ও শনিবারের চিঠি গোষ্ঠীর পাশাপাশি ভারতবর্ষ, কালিকলম, নারায়ণ, দৈনিক যুগান্তর ও আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় স্বনামধন্য সাহিত্যিকগণ বিষয় ও আঙ্গিকের এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বাংলা ছোটগল্পকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন।

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের মূল্যায়ন করতে গিয়ে শুধুমাত্র তাঁর ছোটগল্প নিয়ে মূল্যায়ন করলে সে মূল্যায়ন

হবে অসম্পূর্ণ। তাঁর সমগ্র রচনার পটভূমিকার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে মূল্যায়ন করা হলে সেটি হবে সঠিক মূল্যায়ন।

প্রমথনাথ ছিলেন বিচিত্রধর্মী সাহিত্যের স্রষ্টা। তিনি একাধারে সাহিত্য সমালোচক তারপর সমাজসচেতন নাট্যকার, সামাজিক ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ধারার উপন্যাসিক অন্যদিকে তিনি একজন বিশিষ্ট ছোটগল্পকার আবার কবি হিসাবে তাঁর প্রতিভাকে আমাদের জানাতে হয় অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। প্রমথনাথের কাব্যগ্রন্থগুলি বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ তাঁর কবিতা আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। প্রকৃতি ও প্রেম তাঁর কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয় যার মধ্যে আছে ধ্বনি মাধুর্য, অলঙ্কার বিন্যাস ও বাক্যের ঐন্দ্রজালিক বৈশিষ্ট্য।

তাঁর রোমান্টিক কবি মনের পরিচয় আছে দেয়ালি (১৯২৩), বসন্তসেনা (১৯২৭), প্রাচীন আসামী হইতে (১৯৩৪), বিদ্যাসুন্দর (১৯৩৫), প্রাচীন গীতিকা হইতে (১৯৩৭), অকুন্তলা (১৯৪৬), যুক্তবেণী (১৯৪৮), হংসমিথুন (১৯৫১), উত্তরমেঘ (১৯৫৪), কিংশুকবহ্নি (১৯৪৯), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৬০), প্রাচীন পারসিক হইতে (১৯৬৮) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে অতৃপ্ত মনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সুদূরের পিপাসা কবিতাগুলিতে অভিব্যক্ত হয়েছে। তিনি কখনো দেহ কখনো দেহাতীতের জয়গান করে চিরন্তন সৌন্দর্য্যকে ধরতে চেয়েছেন। বলাবাহুল্য, তাঁর কাব্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় কবিদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন সন্দেহ নেই। তাঁর কাব্যের সঙ্গে ছোটগল্পের যোগসূত্র আমরা লক্ষ্য করি।

প্রমথনাথ ছিলেন একজন সফল নাট্যকার। তাঁর নাট্যপ্রতিভার পরিচয় নিহিত আছে তৎকালীন সামাজিক অসঙ্গতির পরিচয় প্রকাশে। স্পানিস ট্র্যাজেডি ও হরার ট্র্যাজেডি অনুকরণে এবং বার্নার্ড শ ও মোলিয়ের নাট্যপ্রভাবকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি, তাঁর নাটকে আছে হাস্যরসের ফল্গুধারা ঋণংকৃত্বা, ঘৃতংপিবেৎ নাটকে অভিজাত শ্রেণীর অন্তঃসারশূন্যতা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভিজাত হওয়ার প্রচেষ্টা এই নাটক দুটির মূল প্রতিপাদ্য। গণতন্ত্রের ভালমন্দ এই দুটি দিক প্রকাশিত হয়েছে 'মৌচাকে ঢিল' নামক তর্ক নাটকে। পারমিট নাটকে জালিয়াত ফেরববাজ ও ভণ্ড রাজনৈতিক নেতাদের মুখোশ নাট্যকার খুলে দিয়েছেন। ইংরেজ পুলিশ বাহিনীর চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন গর্ভমেন্ট ইনস্পেক্টার নাটকে। জাতীয় উন্মাদ আশ্রম নাটকে রাজনৈতিক নেতাদের ভণ্ডামিকে ব্যঙ্গের বাণে বিদ্ধ করেছেন। এছাড়া বেনিফিট অফ ডাউট, ভূত-পূর্ব স্বামী, স্বর্গ, আফিম এর ফুল ও কে লিখিল মেঘনাদবধ প্রভৃতি প্রহসন প্রমথনাথের অনবদ্য সৃষ্টি। সংলাপ নৈপুণ্যে, চরিত্র নির্মাণে, বিষয় ও আঙ্গিকের অভিনবত্বে তাঁর নাটকগুলো বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই নাটকগুলোর সঙ্গে তাঁর ছোটগল্পের সম্পর্ক ছিল গভীর।

বিচিত্র সংলাপ গ্রন্থটি প্রমথনাথের এক অনবদ্য সৃষ্টি। গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে ৪৩টি সার্থক সংলাপধর্মী চূর্ণক নাটক। একালের জনপ্রিয় শ্রুতিনাটক নামে তাঁর নাটকগুলি প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে। ইতিহাসখ্যাত ও পুরাণ প্রসিদ্ধ বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনে সমৃদ্ধ নাটকগুলিতে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মধ্য ও আধুনিক পৃথিবীর

বিভিন্ন সমস্যাকে তাৎক্ষণিকভাবে তুলে ধরে বর্তমানকালের সমস্যার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের ব্যাপারে প্রমথনাথের কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর পৌরাণিক চরিত্রের সংলাপে নাট্যরূপ সার্থকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে– উমা ও পূষণ, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন, বিষ্ণু ও অদিতি, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ ও নৃসিংহমূর্তি, যম ও কাক, রামচন্দ্র ও জাবালি, বাসুদেব ও নারদ, বক ও যুধিষ্ঠির, সৈরিন্ধ্রী ও বল্লভ, দুর্যোধন ও শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীম, উর্বশী ও অর্জুন, মেনকা ও বিশ্বামিত্র, যুধিষ্ঠির ও কুকুর (ধর্মরাজ), চার্বাক ও গৌতম, রামচন্দ্র ও কবন্ধ, রাবণ ও বিভীষণ, রাবণ ও জটায়ু, কন্দর্প ও প্রজাপতি, ছন্দক ও সিদ্ধার্থ, দেবদত্ত ও আনন্দ প্রভৃতি দ্বন্দ্বক নাটকে। এছাড়া ঐতিহাসিক সংলাপধর্মী দ্বন্দ্বক নাটকগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে——চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক, বাণভট্ট ও হুয়েনসাঙ, মোহনলাল ও মীরজাফর, মাধোজিসিন্ধিয়া ও বল্লভভাইপ্যাটেল, গান্ধী ও চার্চিল, আকবর ও আলমগীর, নেপোলিয়ন ও হিটলার, আকবর ও ওয়ারেন হেস্টিংস, আকবর বাদশা ও হরিপদ কেরানী প্রভৃতি। আবার ইতিহাসরসযুক্ত নাটকগুলির পাশাপাশি বিখ্যাত সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন ও ভারতচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র, বেকন ও শেক্সপীয়ার, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ এবং মাইকেল মধুসূদন ও টেকচাঁদ ঠাকুর প্রভৃতির সংলাপধর্মী দ্বন্দ্বক নাটকগুলিতে সংলাপের মাধ্যমে পরিচিত বিখ্যাত মানুষগুলির ব্যক্তিত্বকে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে প্রমথনাথ তুলে ধরেছেন। উল্লিখিত সংলাপের মাধ্যমে লেখক প্রকাশ করতে চেয়েছেন মানুষের জীবননীতি, ধর্মনীতি, শিল্প সংস্কৃতির ব্যাখ্যা, সামাজিক রীতিনীতি, ভাষা সাহিত্য, জীবনের মহৎ আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকে। বিচিত্র সংলাপ গ্রন্থের রচনাগুলি সম্পর্কে প্রমথনাথ লিখেছেন এ রচনাগুলি নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, ইতিহাস, দর্শন কিংবা রম্য রচনা কোনটিই নয় সব মিলিয়ে এগুলিকে বিচিত্র সংলাপ নাম দিয়েছেন। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বিচিত্র সংলাপের দ্বন্দ্বনাটকের সঙ্গে ছোটগল্পের যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়।

প্রমথনাথ ছিলেন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সমালোচক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। তাঁর প্রবন্ধগুলিকে স্মৃতিকথা, চরিত্রকথা, সমালোচনা, রম্য রচনা ও বিবিধ এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধ সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ। তাতে নেই কোন পাণ্ডিত্যের প্রকাশ। সহজ সরল ভাবে ও ঐন্দ্রজালিক ভাষায় লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলো পাঠক মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত সন্দেহ নেই। অর্থাৎ ভাবের সঙ্গে ভাষার মেলবন্ধনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন প্রমথনাথ বিশী। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বর্জন করেছেন ধার করা নীরস কোটেশন। অনুভূতির উজ্জ্বল পাদপ্রদীপে তাঁর সমালোচনা সাহিত্য প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বলতে গেলে বুদ্ধি ও রসকে একসূত্রে গেঁথে তুলবার কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। সমালোচনা সাহিত্যের বিষয়কে সঠিকভাবে জেনে এবং মননশীল অনুভূতি সাহায্যে বুঝে নিয়ে তিনি সাজিয়েছেন সমালোচনা সাহিত্যের নৈবেদ্য। প্রমথনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর সমালোচনায় খুঁজে পাওয়া যায় কবি মনের সার্থক পরিচয়। গভীরভাবে পাঠ করলে প্রমথনাথের প্রবন্ধে আমরা প্রত্যাশিত রসবোধের পরিচয় পাই। তিনি আমাদের প্রত্যাশাকে সার্থকভাবে পূরণ করতে পেরেছেন সন্দেহ নাই। সমালোচক প্রতিভাগুণে অনন্য ও

অনুভবভেদ্য ভাবের সঙ্গে যুক্তির সমন্বয়ে তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধ হীরকখণ্ডের মত প্রতিনিয়ত উজ্জ্বলভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে, তিনি একজন সুসমালোচক। তাঁর সমালোচক প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে বিভিন্ন সমালোচনা গ্রন্থে। রবীন্দ্রসরণী, বঙ্কিমসরণী, মাইকেল মধুসূদন ঃ জীবনভাষ্য, বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ, রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, রবীন্দ্রবিচিত্রা, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, পুরানো সেই দিনের কথা, শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্যের নরনারী, কমলাকান্তের আসর, কমলাকান্তের জল্পনা ও চিত্রচরিত্র প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রমথনাথের অনবদ্য সৃষ্টি। তাঁর চিত্রচরিত্র গ্রন্থটিতে সমালোচনা সাহিত্যের নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। গ্রন্থটির সুখপাঠ্য ৪৯টি বাঙালী মনীষীদের কর্মজীবনের ও তাদের চিন্তার স্মরণচিহ্ন গ্রন্থ হিসাবে বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মোটকথা ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের দেশ বরেণ্য মনীষীদের অন্তরলোকের মানচিত্র প্রমথনাথ তাঁর সুনিপুণ তুলির সাহায্যে এঁকেছেন। এতে ধরা পড়েছে সাহিত্য ভাবনা, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি মূল্যবান বিষয় যা ছোটগল্পের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তার একটি সার্থক নিদর্শন হল বাংলা সাহিত্যের নরনারী গ্রন্থটি। পর্যবেক্ষণশীল দৃষ্টি নিয়ে সহজ সাবলীল ভাষায় প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রকে নান্দনিক চেতনায় বিন্যস্ত করেছেন। যার মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে কালজয়ী বিষয়বস্তু যা লেখকের দ্বিতীয় ভুবন সৃষ্টির প্রতিভার পরিচয় মেলে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর এই গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের রাধা চরিত্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের আনন্দময়ী চরিত্র, পরশুরামের শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ৩৭টি চরিত্র বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের মানুষের চিন্তা আর চেতনার দর্শন ও কল্পনাকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে হৃদয়গ্রাহী ও গভীর মননশীলতার পরিচয় বহন করে। অন্যান্য প্রবন্ধ গ্রন্থে প্রমথনাথের নিজস্বতার চিহ্ন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে মননে, মনস্বীতায়, রসবোধে, সৌন্দর্য্যশীলতায় ও জীবন জিজ্ঞাসায়।

বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে প্রমথনাথ বিশী এক স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী। কথাসাহিত্যের দুটি ধারাতেই অর্থাৎ ছোটগল্পকার হিসাবে ও উপন্যাসিক হিসাবে প্রমথনাথের প্রতিভা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। সমাজ, প্রকৃতি, স্বদেশ, ইতিহাস ও পুরান বিষয়ে লেখা তাঁর উপন্যাসগুলি শিল্প সফল সন্দেহ নেই। ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত দেশের শত্রু উপন্যাসটি প্রমথনাথের প্রস্তুতি পর্বের উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত। তাঁর রোমান্টিক উপন্যাস পদ্মা ও কোপবতীতে উচ্চারিত হয়েছে গীতি কবিতার সুর মূর্চ্ছনা। সমাজ জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসদ্বয় সৌন্দর্য্য শতদলে সুভাষিত পাপড়ির মত পাঠকের সৌন্দর্য্য পিপাসা মিটিয়ে দেয়। আঞ্চলিক পটভূমিকায় লিখিত হলেও ভাবের গভীরতায়, প্রকৃতি প্রেমের অনবদ্যতায়, অসাধারণ বিশ্লেষণ নৈপুণ্যে, কল্পনার ঐশ্বর্যে ও ভাষায় ঔজ্জ্বল্যে অভূতপূর্ব সন্দেহ নেই। উত্তরবঙ্গে পটভূমিকায় লেখা জোড়াদিঘীর জমিদার চৌধুরী পরিবারের কীর্তি কাহিনী উত্থান পতন ও জীবনালেখ্য অঙ্কিত হয়েছে 'জোড়াদিঘীর উদয়াস্ত' উপন্যাস ত্রয়ীতে। কালের দ্বন্দ্ব জীবন্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

'জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে। 'চলনবিল' উপন্যাসে জমিদারতন্ত্রের ইতিবৃত্ত অঙ্কিত হয়েছে। 'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসে আধুনিক যুগের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। উপন্যাস ত্রয়ীতে নদীমাতৃক উত্তরবঙ্গের নদীসমূহের ভৌগোলিক পরিচয় এবং কবিত্বমণ্ডিত ভাষায় বঙ্গদেশের জনজীবনের নিখুঁত ছবি প্রমথনাথের কলমে জীবন্তভাবে ধরা পড়েছে। ইতিহাসের কালপ্রবাহকে ধরতে গিয়ে আদিযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রসারিত মানব সংস্কৃতি ও বাঙালী জীবনবোধ তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগের প্রেক্ষাপটে রচিত 'বিপুল সুদূর তুমি যে' উপন্যাসে কৃষি সভ্যতার উন্মেষের কাহিনী রূপকচ্ছলে বর্ণিত হয়েছে। প্রমথনাথের অমরকীর্তি 'লালকেল্লা' ও 'কেরী সাহেবের মুন্সী' ঐতিহাসিক উপন্যাসদ্বয়। বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এবং অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা শহরের খুঁটিনাটি বিবরণ এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা, সেই সঙ্গে সতীদাহ প্রথার নারকীয় বীভৎস রূপ সম্বলিত এরূপ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয়টি রচিত হয়নি। ঐতিহাসিক রস ও জীবনরসের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে সিপাহী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা 'লালকেল্লা' উপন্যাসে। দিল্লীর শেষ বাদশা বাহাদুর শাহের পরাজয় এবং ইংরেজ কোম্পানী শক্তির উত্থান কাহিনী অবলম্বনে জীবনলালের সঙ্গে তুলসী ও রুমালীর প্রেমভাবনা সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন উপন্যাসিক প্রমথনাথ বিশী। তিনি আলোচ্য উপন্যাসের দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ শহরের যে অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। এরূপ সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর রচিত হয়নি। প্রমথনাথের 'সিন্ধুনদের প্রহরী' উপন্যাসটি যেন দেশ ও জাতির জাগ্রত বিবেক ও অতন্দ্র প্রহরীর মত। প্রমথনাথের 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'শনেরোই আগস্ট' রাজনৈতিক উপন্যাসদ্বয়ের বিষয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ৪৭ বছরের এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। দিনাজপুর ও রাজশাহী শহরের কয়েকটি পরিবার অবলম্বনে রচিত এই উপন্যাসদ্বয় বাংলা সাহিত্যের সার্থক সংযোজন। পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'পূর্ণাবতার' উপন্যাসে পৌরাণিক রস ও শাশ্বত মানব জীবনরস লেখক উপস্থাপন করেছেন। নূতন জীবন ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে লেখক আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক সমাজ বিশ্লেষণের সমন্বয় সাধন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিয়তি লিখিত ছিল জরা নামক ব্যাধের তীরে। হরিণ মনে করে সমুদ্রের তীরে গভীর অরণ্যে জরার শ্রীকৃষ্ণকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যার ঘটনায়। এই হত্যার পরে জরার মনে জেগেছে নিজস্ব পাপবোধ, আত্মগ্লানি, যন্ত্রণা ও আর্তি। প্রমথনাথ জরা চরিত্রের মধ্যস্থতায় দেখিয়েছেন আমরা প্রতিনিয়ত আদর্শকে জলাঞ্জলি দিচ্ছি এই বিষয়টি। পৌরাণিক উপন্যাসে প্রমথনাথ আধুনিক যুগের চিন্তাধারাকে সংযোজন করে আধুনিক উপন্যাসের স্বাদ এনে দিয়েছেন। এখানেই উপন্যাসিক প্রমথনাথ বিশীর সার্থকতা। তাঁর উপন্যাসগুলির সঙ্গে ছোটগল্পের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

বাংলা ছোটগল্পের জগতে প্রমথনাথ বিশী স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রেখে গেছেন। সারাজীবন তিনি অজস্র ছোটগল্প রচনা করে ছোটগল্প ধারার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। বিষয়বস্তু, বর্ণনাভঙ্গি ও নতুন আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং তিনি পরীক্ষায় সফল হয়েছেন। সমাজ সমস্যা, প্রেম, প্রকৃতি, দার্শনিক চেতনা, ইতিহাস

চেতনা, পুরান চেতনা, কাব্যধর্মিতা ও ব্যঙ্গ কলমের আঁচড়ে বাংলা ছোটগল্পকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর স্বদেশ প্রেমমূলক ছোটগল্পে স্বদেশ চেতনার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পগুলো শিল্প সফল সন্দেহ নেই। একদিকে তিনি গীতিকবিতায় সরলরেখায় গল্প লিখেছেন তাঁর মজলিশী গল্পের সংখ্যাও কম নয়। তিনি মানব জীবনকে দেখেছেন বুদ্ধিবাদের উপর নির্ভর করে এবং আজীবন মানবরস আহরণ করে গেছেন এইজন্যই মানবতাবাদী শিল্পী হিসাবে তার সার্থক পরিচয়। তাঁর ছোটগল্প যেন এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে এইজন্যই ছোটগল্পের জগতে নিপুণ আর্টিস্ট হিসাবে তাঁর পরিচয়। কাহিনী নির্বাচনের দক্ষতা ছিল তাঁর অসাধারণ। সূক্ষ্ম ঘটনা, বর্ণনা ও চরিত্র সৃষ্টির মৌলিকত্বে সেই সঙ্গে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু মণিকাঞ্চন মিলনে তাঁর ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র মাত্রা এনে দিয়েছে। প্রমথনাথের গল্প গ্রন্থগুলি যথাক্রমে শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব, শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব, গল্পের মতো, গালি ও গল্প, ডাকিনী, বুক্কার হাসি, অশরীরী, ধনেপাতা, চাপাটি ও পদ্ম, নীলবর্ণ শৃগাল, অলৌকিক, এলার্জি, অনেক আগে ও অনেক দূরে, যা হলে হতে পারতো, সমুচিত শিক্ষা, প্র. না. বি-র নিকৃষ্ট গল্প, প্র. না. বি-র নিকৃষ্টতর গল্প, প্রমথনাথ বিশীর স্বনির্বাচিত গল্প, অমনোনীত গল্প, নীরস গল্প সঞ্চয়ন ও গল্প পঞ্চাশৎ প্রভৃতি। তাঁর গল্পগ্রন্থের প্রতিটি গল্পে আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। ছোটগল্পের মাধ্যমে তিনি তাঁর জীবন দর্শনকে সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। আমরা জানি জীবনের খণ্ডাংশ অবলম্বনে রচিত হয় ছোটগল্প। জীবনের প্রসারতা ছোটগল্পে কম হলেও এর গভীরতা সবচেয়ে বেশি। লেখক জানেন প্রবাহমান জীবন বৈচিত্র্যময়, জটিল ও রহস্যে ঘেরা। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের চিত্র প্রমথনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন ছোটগল্পের অঙ্গনে। কোন শিল্পী বা সাহিত্যিকের প্রধান দায়িত্ব হল জীবনকে সার্থকভাবে প্রকাশ করা এবং তাঁর ছবি সার্থকভাবে তুলে ধরা। সাহিত্য যেহেতু বাস্তব ঘটনার প্রতিলিপি নয় একজন সার্থক শিল্পী বাস্তব কাহিনীকে কল্পনার আলোতে রাঙিয়ে তাঁর সম্ভাব্য সত্যকে প্রকাশ করেন। যেহেতু জীবনের গতি প্রকৃতি বড় বিচিত্র যেখানে আছে শান্তি, সংগ্রাম, শত্রুতা, সখ্য, বাৎসল্য আবার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, বিচ্ছেদ ও শোকের সঙ্গে আনন্দ, উল্লাস, হর্ষ, উত্তেজনা ও রোমান্সের উজ্জ্বল উপস্থিতি। যুগযন্ত্রণার অভিঘাতে অবক্ষয়িত জীবনের চিত্র যেমন লেখককে তুলে ধরতে হয় তেমনি লেখক সুস্থ ও মুক্ত জীবনের মধ্যে খুঁজে পান শান্তির বার্তা। ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজস্ব জীবনাদর্শ প্রতিবিম্বিত হয় সাহিত্যের পাতায়। এই নিজস্ব ধ্যানধারণাই হল লেখকের জীবনদর্শন। বিভিন্ন চরিত্রের বর্ণনা ও সংলাপে লেখক তার মনের কথা সার্থকভাবে তুলে ধরেন। লেখক ঘটনা বিন্যাসে, আখ্যান গঠনে, নরনারীর চরিত্র চিত্রণে, তাদের সংলাপে ও সমাজ প্রতিবেশে জগৎ ও জীবনের রূপ উপলব্ধি করে জীবনের গূঢ় রহস্যকে ছোটগল্পকার গভীর মনীষা সহযোগে প্রকাশ করেন। ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতাকে একজন সচেতন শিল্পী তাঁর প্রতিটি ছোটগল্পে তুলে ধরে অন্তর আত্মার প্রতিফলন দেখতে পান এর থেকেই লেখক উৎকৃষ্ট মন নিয়ে উন্নত শিল্পকর্মের জন্ম দেন।

অন্যান্য কৃতী ছোটগল্পকারদের মত প্রমথনাথ বিশী তাঁর অজস্র ছোটগল্পের জীবনদর্শনকে তুলে ধরেছেন।

সুদীর্ঘ কর্মজীবনে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতাকে রূপ দিয়েছেন ও তার ভেতর দিয়ে স্বভাবতই একটি জীবনাদর্শ ফুটে উঠেছে। তিনি অতি দেখা ও অতি চেনা বাঙালী জীবনের সার্থক রূপকার হয়ে বাঙালীর হৃদয় রহস্যে ডুব দিয়ে উদ্‌ঘাটন করেছেন জীবনের সারসত্যকে। বাঙালীর জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের জন্য জীবনের কোন সমস্যা, মূল্যবোধের অপচয়, সমাজ জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতিকে ব্যঙ্গের বাণে জর্জরিত করে বাঙালীর জীবনকে নিকষিত হেম রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর জীবন পরিক্রমা কোনভাবেই খণ্ডিত সীমা পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। সুবিশাল ভারতাত্মার প্রতীক রূপে আমরা খুঁজে পাই প্রমথনাথ বিশীকে। ব্যক্তিজীবনে রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার জমিদার পুত্র হয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যলালিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অনিবার্য পরাজয় তিনি মেনে নিতে পারেননি। তবু কালের নিয়মে গভীর বেদনায় জমিদারী ব্যবস্থাকে বিদায় দিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছেন এবং আবাহন জানিয়েছেন নতুন যুগকে। সুদীর্ঘ শিক্ষা জীবনে নিজে বৃত্ত থেকে শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি অনুভব করে তা দূর করবার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। গান্ধীবাদে বিশ্বাসী হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তিনি যে রাজনৈতিক আদর্শকে তুলে ধরতে চেয়েছেন তার সাক্ষ্য রয়েছে অসংখ্য ছোটগল্পে। কি বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিকায় কিংবা প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের এবং স্বাধীনোত্তর সমাজ জীবনের শরিক হয়ে নাগরিক জীবন ও গ্রামীণ জীবন ধারাকে পর্যবেক্ষণ করে সমাজের ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলোকে সংশোধনের জন্য লেখনীর মাধ্যমে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। অসংখ্য ছোটগল্প তাঁর জ্বলন্ত প্রমাণ দিচ্ছে। সুদীর্ঘ বছর যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদনা কার্যে নিযুক্ত থেকে একাধারে যেমন স্বদেশ চেতনার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছেন অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ঘটনার সঙ্গে পরিচয় সূত্রে গড়ে উঠেছে তাঁর আন্তর্জাতিকতাবোধ। রাজ্য বিধানসভা ও সাংসদের দায়িত্ব ভার নিয়ে দেশের সার্বিক কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তাঁর প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে বিশেষতঃ তাঁর ছোটগল্পের পাতায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করে তিনি এই দুই আদর্শের মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। সত্য ও সুন্দরের পূজারী প্রমথনাথ বিশী তাঁর ছোটগল্পে সবকিছুর মধ্য থেকে এক বৃহৎ নীতিবোধ ও শ্রেয়বোধের আবিষ্কার করেছেন। সামান্যের মধ্যে অসামান্য, সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্ব এনে ধ্রুব ও শ্রেয়র সার্থক প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ভীষণের সঙ্গে সুন্দরের, কোমল-এর সঙ্গে কঠিনের, ক্ষুদ্রের সঙ্গে বৃহতের, বহু বিচিত্ররূপ তাঁর ছোটগল্পে সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য আধুনিক যুগের তুচ্ছতা, মালিন্য, সংশয় ও আত্মকেন্দ্রিক ভাবনার উর্দ্ধে দেশ কাল নিরপেক্ষ মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটিয়েছেন। কখনো তিনি পরলোক জিজ্ঞাসা, নাস্তিক্যবাদ, অদৃষ্টবাদ, ধর্ম ও বিজ্ঞানকে নতুনভাবে রূপায়িত করতে চেয়েছেন অসংখ্য ছোটগল্প তাঁর উজ্জ্বল প্রমাণ। মানবজীবনের কিছু কিছু ঘটনা যা ব্যাখ্যার অতীত তাঁর সঙ্গে তিনি বাস্তবের যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়াসী হয়েছেন। যুগ সচেতন শিল্পী উদার মানব ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতিকে পরিহার করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন জাতীয় সংহতিবোধ। এপার বাংলা ও ওপার বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক

সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

প্রমথনাথের ছোটগল্প যেন এক চরিত্র চিত্রশালা। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি তাঁর সাহিত্যের পাতায় জীবন্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। গল্প কাহিনীর প্রয়োজনে কিংবা বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর ছোটগল্পে উঠে এসেছে আদর্শবান চরিত্রের পাশাপাশি কুৎসিত চরিত্র। প্রাচীন সাহিত্যের দিকে যদি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ হই তাহলে আমাদের মানসপটে চিত্রশিল্পীর মত এসে যায় বিভিন্ন চরিত্র। রামায়ণের রাবণ, মহাভারতের দুর্যোধন ও শকুনি ইত্যাদির চরিত্র যদি না থাকত তাহলে রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির চরিত্র আমাদের কাছে তেমন উজ্জ্বলভাবে দেখা দিত না। আমরা পঙ্ককে চাই না, চাই পঙ্কজকে, চাই সুন্দরকে। তবুও পঙ্কজ ও সুন্দরের কথা বলতে গিয়ে পঙ্কের কথা বা অসুন্দরের কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। পরস্পরবিরোধী এই দুই চরিত্র প্রমথনাথ তাঁর ছোটগল্পে আমদানী করে আমাদের বলতে চেয়েছেন যে সাহিত্যের মধ্যে থেকেই জীবনের প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হয়। সে রাজপথ সত্য ও সুন্দরের রাজপথ–প্রমথনাথের জীবনদর্শন আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। বস্তুত কিভাবে ছোটগল্পের প্রাঙ্গণে প্রমথনাথ বিশী আত্মপ্রকাশ করলেন এবং সমকালীন প্রতিষ্ঠিত ছোটগল্পকারদের ভিড়ে হারিয়ে না গিয়ে আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল ছোটগল্পের মণিমুক্তা সদৃশ প্রতিনিধি স্থানীয় গল্পগুলিকে বেছে নিয়ে সীমিত পরিসরে আমার গবেষণা গ্রন্থে উপস্থাপন করবার চেষ্টা করেছি।

প্রমথনাথ একজন মহৎ লেখক। তাঁর জীবিতাবস্থায় শুধুমাত্র তিনি পাঠক সমাজের কাছে জনপ্রিয়ই হন নি, তাঁর মৃত্যুর পরেও ভাবীকালের পাঠকদের জন্য তিনি রেখে গেছেন মূল্যবান সম্পদ। সেই সম্পদ যেন কালের কষ্টি পাথরে যাচাই করা রত্নাবলীর মণি মঞ্জুষা। কালের পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রমথনাথের ছোটগল্পগুলি কতটা অনুভববেদ্য এবং পাঠক ও প্রমথ অনুরাগীদের মনের মণিকোঠায় কতটা স্থান অধিকার করেছে সেই সঙ্গে গল্পগুলির চিরায়ত মূল্য কতটুকু অত্যন্ত মনযোগের সঙ্গে তাঁর যথাযথ মূল্যায়নের চেষ্টা করেছি।

আমার গবেষণা গ্রন্থ ছয়টি অধ্যায় বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে আমি বাংলা ছোটগল্পের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বসূরী ও সমকালীন ছোটগল্পকারদের পাশাপাশি প্রমথনাথের ছোটগল্পকার হিসাবে আবির্ভাবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছি। সেই সঙ্গে গল্পকারদের সঙ্গে প্রমথনাথের ছোটগল্পের যোগসূত্র নির্ণয়ের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

গবেষণা গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখকের ব্যক্তি জীবনের মুখ্য ঘটনাবলী এবং সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ঘটনাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমথনাথের ছোটগল্পের পটভূমি ও লেখক স্বভাবের উৎস এবং তাঁর ছোটগল্পের উৎস নির্ণয়ের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে শান্তিনিকেতনের শিক্ষার প্রভাবে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার উত্তরোত্তর বিকাশ কিভাবে ঘটেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছি। রাজশাহী, শান্তিনিকেতন, কলকাতা ও দিল্লী এই চতুষ্কোণ পৃথিবীতে অবস্থান করে প্রমথনাথ কিভাবে ছোটগল্পের উপাদান সংগ্রহ করেছেন তাঁর যথাযথ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। এছাড়া লেখকের জীবনাদর্শ কিভাবে তাঁর সাহিত্যের

অঙ্কুরে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করবার বিশেষ প্রয়াসী হয়েছি।

তৃতীয় অধ্যায়ের আমার আলোচ্য বিষয় প্রমথনাথের ছোটগল্পের বিবর্তন, শ্রেণীবিভাগ ও বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ। কি করে একজন রোমান্টিক লেখক রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে সমাজকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁর ফলস্বরূপ ছোটগল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে বহুমুখী সেই বিষয়টির প্রতি আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছি। প্রমথ প্রতিভার উন্মেষলগ্ন থেকে পরিণতির স্তর পর্যন্ত গল্পগুলোর শ্রেণী নির্ণয় করে তাঁর বিষয়বস্তুকে সার্থকভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

প্রমথনাথের ছোটগল্পের আঙ্গিক ও প্রকরণ আমার গবেষণা গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। এর মধ্যে কাহিনী চরিত্র, কবিত্ব, তত্ত্ব, নাটকীয়তা এবং মুখপাত্র্য ভাষার আলোচনা করেছি। গল্পের সুগভীর ব্যঞ্জনা এবং শুরু ও সমাপ্তি কতটা শিল্পগুণসম্পন্ন তার যথাযথ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার উদ্যোগ নিয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে সমকালীন নির্বাচিত ছোটগল্পকার——রাজশেখর বসু (পরশুরাম), প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ ও সৈয়দ মুস্তাফা আলীর ছোটগল্পের বিষয়, কাহিনী, ভৌগোলিক পটভূমি, প্রেম, প্রকৃতি, চরিত্র, নাট্যগুণ, ভাষা ও জীবনদর্শনের তুলনামূলক আলোচনা সূত্রে বাংলা ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রমথনাথের ছোটগল্প কতটা মৌলিক তার পর্যালোচনা করার লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছি।

গবেষণা গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়ে থাকছে উপসংহার। প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের মূল্যায়নের শুরুতে প্রতিনিধি স্থানীয় ছোটগল্পগুলির স্থান, সমস্যা, প্রধান অভিঘাত ও কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি এবং প্রমথনাথের গল্পগুলি অন্যান্য গল্পকারদের পাশাপাশি কতটা স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল তা বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা চালিয়েছি। তিনি বাংলা সাহিত্যে কোন উত্তরসূরী রেখে যেতে পেরেছেন কিনা কিংবা তিনি তাঁর ছোটগল্পে ভাবীকালের সংকেত কতটা দিতে পেরেছেন এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পে গল্পকার হিসাবে প্রমথনাথ বিশীর স্থান নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছি। প্রমথনাথের ছোটগল্পের মধ্যে যে জীবনবোধ প্রকাশিত হয়েছে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে আমি তাঁর যথাযথ মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছি। গল্পের শিল্প সৌন্দর্য ব্যাখ্যা, নির্মাণ কলা কৌশল, ভাবের ঐক্য ও চরিত্রের রূপায়ণ প্রভৃতি বিভিন্ন দিক ছোটগল্পের পাদ প্রদীপে যথাযথভাবে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি। এটাই আমার গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয় ও অভিষ্ট।